(একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে)

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৯.২৫-৩৮১

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

পরিপত্র-২

বিষয়: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল ও গ্রহণ, জামানত, প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীর যোগ্যতা, রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য প্রদান, মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারি হওয়ার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য প্রার্থীগণ রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরাসরি দাখিল করার উদ্দেশ্যে মনোনয়ন ফরম (ফরম-১) সংগ্রহ করবেন। ইতোমধ্যে উক্ত ফরমসহ আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। ফরম-১ বিতরণের জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

২। **মনোনয়নপত্র দাখিল:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে যোগ্য ব্যক্তিগণ মনোনয়নপত্র (ফরম-১) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী সরাসরি দাখিল করতে পারবেন। তাছাড়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা উহার পূর্বে যে কোন দিন সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকটও মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন।

৩। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ:** জারিকৃত সময়সূচি অনুসারে আগামী ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন অর্থাৎ যদি কোন প্রার্থী বা তার প্রস্তাবকারী অথবা তার সমর্থনকারী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন অথবা উক্ত শেষ দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে আসেন, তাহলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (৩) অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার তা গ্রহণ করবেন এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকেও গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিবেন। মনোনয়নপত্র গ্রহণ করার সময় মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত স্থানে ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে। এলক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গৃহীত ক্রমিক নম্বরের পূর্বে **রিঅ-** এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গৃহীত ক্রমিক নম্বরের পূর্বে **সরিঅ-** প্রদান করলে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। একজন প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র এক স্থানে জমা দিলে সেক্ষেত্রে প্রথমে একটি পূর্ণ নম্বর প্রদান করে অন্যান্য কপিতে বন্ধনীতে (ক), (খ) অথবা (১), (২) ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

৪। **মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির সময় লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রাপ্তি রসিদ প্রদানসহ বাছাইয়ের তারিখ অবহিতকরণ:** নির্ধারিত আইন ও বিধি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতিটি দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের বিবরণী যথাযথভাবে রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন। অতঃপর মনোনয়নপত্রের তৃতীয় খন্ডে দাখিলকারীর নাম, জমাদানের তারিখ ও সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবেন। একইভাবে প্রার্থীদের অবহিত করার জন্য মনোনয়নপত্রের পঞ্চম খন্ডে (প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ ও বাছাইয়ের নোটিশ) ক্রমিক নম্বর, নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম, প্রার্থীর নাম, মনোনয়নপত্র জমার তারিখ ও সময় এবং মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ ও মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নোটিশ প্রদান করতে হবে। যাতে সকল প্রার্থী যথাসময়ে উপস্থিত থেকে আইন ও বিধি অনুযায়ী বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্তি রসিদ ও বাছাইয়ের নোটিশটি মনোনয়নপত্রের সংগে সংযোজিত আছে।

৫। **সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ:** যেহেতু গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত, সেহেতু রিটার্নিং অফিসার তাঁর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়-সীমা অর্থাৎ আগামী ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টা উত্তীর্ণ হবার পর পরই যাতে নিরাপত্তা ও সতর্কতার সাথে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৬। **প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীদের যোগ্যতা:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী কোন নির্বাচনি এলাকার যেকোন ভোটার উক্ত এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের যোগ্যাতা সম্পন্ন যেকোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করেননি এমন ব্যক্তি প্রস্তাবক বা সমর্থক হতে পারবেন। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধান অনুসারে নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক মনোনয়ন প্রস্তাব পৃথক মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে যা প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের যোগ্যতা সম্পর্কিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদ (১) দফার বিধান নিম্নরূপঃ

> "কোনো নির্বাচনি এলাকার যে কোনো ভোটার উক্ত এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর অধীন সদস্য হইবার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন:"

***** ***** ***** *****

৭। **প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীদের করণীয়:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে নির্ধারিত ফরম-১ (মনোনয়নপত্র) এ প্রত্যেক প্রস্তাব পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে করতে হবে। প্রতিটি মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং তাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে:

(ক) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করেছেন এবং তার সদস্য নির্বাচিত হবার বা সদস্য থাকার বিপক্ষে কোন অযোগ্যতা নেই;

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তাদের কেউ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেননি;

(গ) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি।

৮। **রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (৩ক) উপদফা (খ) অনুসারে মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিজস্ব প্যাডে দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ে পদাধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্রে উক্ত দলের পক্ষ হতে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের বিধান রয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ই জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তির স্বাক্ষরিত লিখিত পত্রের মাধ্যমে তিনি নিজে বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত শেষ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে উক্ত দলের অন্যান্য মনোনীত প্রার্থী, আর প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন না। চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী দলের অনুকূলে সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ পাবেন, যদি না তিনি তার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন। দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলে অথবা নির্বাচন কমিশন অন্য কোন নির্দেশনা প্রদান করলে রিটার্নিং অফিসার প্রতীক বরাদ্দ সংক্রান্ত অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে অন্যান্য কার্যক্রম পরবর্তী পরিপত্রের মাধ্যমে অবগত করা হবে।

৯। **জামানত:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৩ অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফা এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৪ বিধি অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী কর্তৃক জামানতের অর্থ প্রদান ও নিম্নেবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

(ক) নগদ বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে **৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)** টাকা নির্বাচন কমিশনের অনুকূলে মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে; অথবা

(খ) একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে সে প্রার্থীর অনুকূলে শুধু একটি মাত্র জামানত প্রদান করতে হবে। অন্য মনোনয়নপত্রের সাথে চালান/রসিদ এর সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

(গ) জামানত বাবদ **৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)** টাকা ব্যতীত মনোনয়নপত্র দাখিলকারী/প্রার্থীর নিকট হতে অন্য কোন রকমভাবে অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় বা প্রদান করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

১০। জামানতের অর্থ জমা দেয়ার কোড: জামানত বাংলাদেশ ব্যাংকের যেকোন শাখায় অথবা যেকোন ব্যাংক অথবা সরকারি ট্রেজারি অথবা **সাব ট্রেজারিতে ১০৯০৩০২১০১৪৪৩-৮১১৩৫০১** কোডে জমা দিতে হবে। নগদ হিসেবে প্রাপ্ত জামানতের অর্থ রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার ৩ নম্বর ফরমে নির্ধারিত রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন এবং নগদে অথবা ব্যাংক রসিদ অথবা ট্রেজারি চালান মারফত প্রাপ্ত জামানতের হিসাব বিবরণী রিটার্নিং অফিসারকে ২ নম্বর ফরমে নির্ধারিত রেজিস্টারে সন্নিবেশিত করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার নগদে প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত কোড নম্বরে সরকারি খাতে জমা দিবেন।

১১। মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত বিবরণী প্রকাশ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (৭) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার তাঁর নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রার্থীর নাম, প্রস্তাবকারীর নাম এবং সমর্থনকারীর নাম ইত্যাদি মনোনয়নপত্রে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে তার বিবরণী (ফরম-৪ক) সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি তাঁর কার্যালয়ের কোন দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারি করতে হবে।

১২। মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ: মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো ও অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যাচাই করার লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজিতে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও স্বামীর নাম (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে), ১০ ডিজিট ও ১৭ ডিজিটের জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, জন্ম তারিখ, করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা (TIN নম্বর) এবং বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এতদসঙ্গে সংযুক্ত ছকে **(পরিশিষ্ট-খ)** ছকে প্রদান করতে হবে।

১৩। নির্ধারিত ছকে বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যাংক ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রদান: মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত শেষ দিনে অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সকল মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি-তে উল্লিখিত নমুনায় প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিলকারিদের বিভিন্ন তথ্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক/অন্য কোন ব্যাংকের প্রতিনিধি অথবা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান নিতে ইচ্ছুক হলে তা দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তালিকা সংগ্রহের জন্য পূর্বেই অবহিত করা যেতে পারে।

১৪। মনোনয়নপত্র দাখিল সংক্রান্ত তথ্যাবলী নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ: মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর **পরিশিষ্ট-ক** তে উল্লিখিত নমুনায় বিবরণীর একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ইন্ট্রানেটে, ফ্যাক্স ও বিশেষ বাহক মারফত প্রেরণ করতে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখে বিকাল ৫.০০ টার পর পরই উল্লিখিত বিবরণীর একটি সার-সংক্ষেপ অর্থাৎ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম ইত্যাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে টেলিফোনে/ইন্ট্রানেটে/ফ্যাক্স যোগে প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বর এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম এতদসংগে দেয়া হল **(পরিশিষ্ট-গ)**। তাছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য Election Management System (EMS) এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

১৫। মনোনয়পত্র বাছাই: মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্দিষ্ট দিনে রিটার্নিং অফিসার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ শেষ করবেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় আইন অনুসারে প্রার্থীগণ, তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন। তারা যদি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা করেন তবে তাদেরকে সে সুযোগ দিতে হবে। উপস্থিত সকলের সামনে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং কেহ কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে তা নিষ্পত্তি করবেন। তাছাড়া কোন প্রার্থী সংসদ নির্বাচনে অযোগ্যতা, প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব/সমর্থন করার যোগ্য কিনা, আদেশের ১২ অথবা ১৩ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা অথবা প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর স্বাক্ষর আসল কিনা সে বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে অথবা স্ব-উদ্যোগে যুক্তিযুক্ত মনে করলে রিটার্নিং অফিসার যেকোন মনোনয়নপত্রের

বৈধতা সম্পর্কে পদ্ধতিগতভাবে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান করতে পারবেন এবং সন্তোষজনক মনে করলে মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, জারিকৃত সময়সূচি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য ০৬ (ছয়) দিন নির্ধারিত রয়েছে। তবে প্রথম ০৩ (তিন) দিন মনোনয়নপত্রসমূহ চেকলিস্ট অনুসারে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ অনুযায়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে শতকরা ১% ভোটারের স্বাক্ষর/তথ্য যাচাই (**পরিশিষ্ট-ঘ**) ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর সিআইবি হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তি শেষে ক্ষেত্রবিশেষ শুনানী ও অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র বাছাই কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন হবে। কাজের সুবিধার্থে বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখের শেষ দিনে মনোনয়নপত্রে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিচয়পত্রে তথ্যের সংশোধন কার্যক্রম চলমান থাকায় মনোনয়পত্র বাছাইকালীন প্রার্থী, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর তথ্যসহ উক্তরুপ তথ্যসমূহ ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা বা সিডি বা মুদ্রিত তালিকা অনুসারে যাচাই করতে হবে। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের পর কারও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বা কর্তন বা সংশোধন বা স্থানান্তর করা হলে তা আলাদাভাবে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ ও নির্বাচন সহায়তা-২ শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসার, সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার এবং উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার ও রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে অবহিত করবেন।

১৬। সারবস্তাহীন ত্রুটি: ছোটখাট ত্রুটির জন্য কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। যদি বাছাইয়ের সময় এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নজরে আসে, যা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন সম্ভব তাহলে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর দ্বারা তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না। কোন প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কারণে ঐ প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি মনোনয়নপত্র বৈধ হলেই তাঁর প্রার্থীতা অটুট থাকবে। যদি কোন প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তবে বাছাইয়ের সময় একটি মনোনয়নপত্র বৈধ পাওয়া গেলে অন্য মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রয়োজন হবে না। মনোনয়নপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল প্রসংগে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উল্লিখিত আদেশের ১৪ অনুচ্ছেদে (৩) দফার (ঘ) উপদফার (ই) নম্বর শর্ত অনুসারে ভোটার তালিকার কোন অন্তর্ভুক্তির শুদ্ধতা অথবা বৈধতার প্রশ্নে কোন অনুসন্ধান চালানো যাবে না।

১৭। ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নামের শুদ্ধতা নির্ধারণ: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হলে দেশের যে কোন একটি এলাকার ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে। ফলে মনোনয়নপত্রে প্রার্থীর ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর, ভোটার নম্বর ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরও লিপিবদ্ধ করতে হবে। ভোটার তালিকায় অনেক প্রার্থীর নামের বানান অথবা পিতার নাম, মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, ঠিকানা বা এ সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে নাও থাকতে পারে। ভোটার তালিকায় এ ধরনের ভুল অনেকের দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। শুদ্ধভাবে প্রার্থীর নামসহ অন্যান্য তথ্য প্রদান করতে গিয়ে ভোটার তালিকায় উল্লিখিত নাম বা অন্যান্য তথ্যের সাথে হুবহু নাও মিলতে পারে। এ ধরনের অমিলের কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। মনোনয়নপত্রে ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর, ভোটার নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও ভোটার এলাকার নাম লিপিবদ্ধকরণে কোন ভুল করলেও মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। অনুরূপভাবে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর ক্ষেত্রেও উক্তরূপ ভিন্নতা ও শুদ্ধিকরণ গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লিখিত ক্ষেত্রে প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর নামের বানান ও তথ্যাদি যাচাইয়ের জন্য প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর এসএসসি পাশের সার্টিফিকেট বা অন্য কোন সার্টিফিকেট অথবা স্বীকৃত কোন পরিচয়পত্র দেখে নিশ্চিত হতে হবে।

১৮। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, যে সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হবে রিটার্নিং অফিসার তাঁদের বিবরণী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের শেষ দিনে নির্ধারিত ফরম ৪ এ বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন। প্রকাশিত তালিকা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারি করতে হবে এবং উক্ত তালিকার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও প্রেরণ করতে হবে।

১৯। মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইঅন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন সিদ্ধান্তে কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হলে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫ অনুযায়ী মনোনয়নপত্র

বাছাইয়ের পর ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ হতে ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী স্বয়ং অথবা প্রার্থী কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা উক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে আপিল দায়ের করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে নিম্নরূপভাবে আপিল দায়ের করতে হবে:

(ক) কমিশনকে সম্বোধন করে কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট স্মারকলিপি আকারে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

(খ) আপিলের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপিলের কারণ সম্বলিত বিবৃতি এবং মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণ আদেশের সত্যায়িত কপি সংযোজন করতে হবে।

(গ) স্মারকলিপি আকারে দায়েরকৃত আপিলের ১টি মূল কপিসহ মোট ৭(সাত) কপি দাখিল করতে হবে।

২০। আপিল নিষ্পত্তি: মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আপিলসমূহ মাননীয় নির্বাচন কমিশন আগামী ১২ জানুয়ারি ২০২৬ হতে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করবেন।

২১। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা সংশোধন: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফা অনুযায়ী আপিল **দায়ের** করা হলে ১৫ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা **(ফরম-৪) এ** সংশোধন করতে হবে। সংশোধিত তালিকা আপিল নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত শেষ দিনে -

(ক) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে **জারি** করতে হবে।

(খ) সংশোধিত তালিকার একটি কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

২২। প্রার্থিতা প্রত্যাহার: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৬ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে যে কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী লিখিত এবং স্বাক্ষরিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে নিজে অথবা লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন। এ বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে:

(ক) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তি, তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিত নোটিশ দ্বারা, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখে বা তার পূর্বে, তিনি স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে কোনো প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং উক্ত দলের অন্যান্য প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত (ceased) হবে।

(খ) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য লিখিত নোটিশ দেয়া হলে বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলে কোন অবস্থাতেই তা ফেরত বা বাতিল করা যাবে না।

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশের এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হলে রিটার্নিং অফিসার যদি সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বা দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোন ব্যক্তির তাহা হইলে **রিটার্নিং অফিসার** উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি তার কার্যালয়ে দর্শনীয় স্থানে **সাঁটিয়া দিবেন।**

২৩। **রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মনোনয়নপত্র বাছাই অথবা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কাজ মুলতবিকরণ**: নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে যদি মনোনয়নপত্র বাছাই অথবা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কিত কাজ নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না করা যায়, তবে রিটার্নিং অফিসার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৮ অনুসারে উল্লিখিত কার্যক্রম স্থগিত অথবা মুলতবি করতে পারবেন। পরবর্তীতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে স্থগিতকৃত অথবা মুলতবি কার্যক্রম পরিচালনা করবার জন্য গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্য একটি দিন ধার্য করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী কার্যক্রমের স্বার্থে কমিশনের অনুমোদনক্রমে দিনক্ষণ নির্ধারণ করতে হবে।

২৪। সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখা: নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর উল্লিখিত সময়সূচি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বিশেষ করে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণের দিনসমূহ ও প্রতীক বরাদ্দসহ গুরুত্বপূর্ণ দিনে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অফিস, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস, সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসারের অফিস ও উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের অফিস সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত খোলা রেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাই এবং বাছাই বা গ্রহণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তি, প্রার্থীতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ ও এই সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন না

হওয়া পর্যন্ত এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে উল্লিখিত অফিসসমূহ খোলা রাখা এবং প্রয়োজনে অফিস সময়ের পরেও অফিস খোলা রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত শেষ দিন এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত শেষ দিন বিকাল ৫.০০ টার পর কোন মনোনয়নপত্র দাখিল বা গ্রহণ করা যাবে না অথবা কোন প্রার্থী প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

২৫। মনোনয়নপত্র দাখিল হতে প্রত্যাহার এবং চূড়ান্ত প্রার্থী সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণ: মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, আপিল, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী, প্রতীক বরাদ্দ এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত প্রার্থী সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-গ এ উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ টেলিফোনে ও ইন্ট্রানেটে তথ্য সংগ্রহ করবেন। রিটার্নিং অফিসারগণও উল্লিখিত তথ্য প্রদান করার জন্য টেলিফোন ও মোবাইল নম্বরসহ ০১ (এক) জন কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করে দিবেন। তাছাড়া এ সকল তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ইন্ট্রানেটে Election Management System (EMS) এর মাধ্যমেও প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার এবং উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারগণ প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবেন।

২৬। প্রার্থী/দল কর্তৃক আচরণবিধি মেনে চলার অঙ্গিকারনামাঃ "সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫" অনুযায়ী-

(ক) রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী উক্ত বিধির ২৯ অনুযায়ী দলীয় প্যাডে দল কর্তৃক প্রদত্ত তফসিল-১ (পরিশিষ্ট-ঙ) এ বর্ণিত অঙ্গিকারনামা মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করবেন। একই সাথে বিধি ৩০ অনুযায়ী তফসিল-২ (পরিশিষ্ট-চ) এ বর্ণিত অঙ্গিকারনামা ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করবেন।

(খ) স্বতন্ত্র প্রার্থী উক্ত বিধির ৩০ অনুযায়ী তফসিল-২ (পরিশিষ্ট-চ) এ বর্ণিত অঙ্গিকারনামা ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করবেন।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক

২৭.১২.২৫
(মোহাম্মদ মনির হোসেন)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

বিতরণঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৯.২৫-৩৮১

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৩. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৫. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৭. সচিব, আপন বিভাগ/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৮. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৯. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/কোস্টগার্ড/এনটিএমসি/ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা
১০. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার..(সংশ্লিষ্ট)
১৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১৫. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৬. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, (সকল রেঞ্জ)

১৭. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৮. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
২০. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
২১. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, (সকল)
২২. জেলা প্রশাসক (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
২৩. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২৪. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
২৫. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২৬. পুলিশ সুপার, (সকল)
২৭. উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
২৮. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, (সকল)
২৯. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুরোধসহ]
৩০. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
৩১. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
৩২. .... সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
৩৩. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সকল)
৩৪. জেলা তথ্য অফিসার, (সকল)
৩৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৬. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৭. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৮. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৪০. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,.......................... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৪১. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার (সকল)
৪২. অফিসার ইন-চার্জ, (সকল)

১৭/১২/২০২৫
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক

[ফরম-৪ক]
[বিধি ৬(ঘ) দ্রষ্টব্য]
জাতীয় সংসদ নির্বাচন
মনোনয়নপত্র দাখিলকারী প্রার্থীগণের বিবরণী

..................জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বিবরণী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম

ক্রমিক নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলকারীগণের পূর্ণ নাম এবং ভোটার নম্বর/ জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	মনোনয়ন দাখিলকারীগণের রাজনৈতিক দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে)	প্রার্থীর ঠিকানা		প্রস্তাবকারীর নাম এবং ভোটার নম্বর/ জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	সমর্থনকারীর নাম এবং ভোটার নম্বর/ জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর পক্ষে মনোনয়নপত্রের সংখ্যা	মন্তব্য
				স্থায়ী	বর্তমান				
১	২	৩	৪	৫(ক)	৫(খ)	৬	৭	৮	৯

স্থানঃ

রিটার্নিং অফিসারের নাম, স্বাক্ষর ও সিল

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

পরিশিষ্ট-খ

অফিসের নাম..

..

ও

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়

...................জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বিবরণী (সিআইবি)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম

ক্রমিক নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলকারীগণের পূর্ণ নাম (বাংলা ও ইংরেজীতে)	পিতার নাম (বাংলা ও ইংরেজীতে)	মাতার নাম (বাংলা ও ইংরেজীতে)	স্বামীর নাম (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে) (বাংলা ও ইংরেজীতে)	জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর		জন্ম তারিখ DD/MM/YYYY	করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা (TIN)	ঠিকানা	
					১০ Digit সম্বলিত	১৭ Digit সম্বলিত			স্থায়ী	বর্তমান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

প্রাপক

পরিচালক
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

রিটার্নিং অফিসারের নাম, স্বাক্ষর, সিল ও মোবাইল নম্বর

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (বিশেষ প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য) নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর অবশ্যই দিতে হবে।

পরিশিষ্ট-গ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে তফসিল ঘোষণার পর হতে নির্বাচনি ফলাফল গেজেটে প্রকাশ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক্রমিক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চল	মোবাইল নম্বর
১	২	৩	৪
০১	জনাব সালাহউদ্দীন আহমদ উপ-পরিচালক, নিবন্ধন ও প্রবাসী সেবা শাখা, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	খুলনা অঞ্চল	০১৭১২৫৯১১৪৪
০২	জনাব মোহাম্মদ নুরুল হাসান ভূঞা উপ-পরিচালক, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন. নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা	ফরিদপুর অঞ্চল	০১৭১১৩৬৯৯৭৬
০৩	জনাব মোহাম্মদ মুরাদ উদ্দিন হাওলাদার সিনিয়র সহকারী সচিব, সংস্থাপন-২ শাখা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	ময়মনসিংহ অঞ্চল	০১৭১২০৪৪১৮৮
০৪	জনাব মোহাম্মদ আল-মামুন সহকারী সচিব, শৃঙ্খলা শাখা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	বরিশাল অঞ্চল	০১৯৩৭৬৩৮০৩৫
০৫	জনাব মিসবাহ উদ্দীন আহমেদ সহকারী পরিচালক, সংশোধন ও প্রতিস্থাপন, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	সিলেট অঞ্চল	০১৭১৭২৪৪০৭৮
০৬	জনাব জাকির মাহমুদ সহকারী পরিচালক, মুদ্রন ও বিতরণ, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	ঢাকা অঞ্চল	০১৭১৮৫৬৪৬৩৫
০৭	জনাব সৈয়দ গোলাম রাশেদ সহকারী সচিব, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা শাখা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	রংপুর অঞ্চল	০১৮১৮২৬৮০৮২
০৮	জনাব মুহাঃ সরওয়ার হোসেন সহকারী পরিচালক, সঠিকতা যাচাইকরণ, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	চট্টগ্রাম অঞ্চল	০১৭১৭৪০৫৫৯৪
০৯	জনাব মোঃ মমতাজ-আল-শিবলী সহকারী সচিব, সংস্থাপন-১ শাখা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	রাজশাহী অঞ্চল	০১৬৭৬৩২৪৬০৯
১০	জনাব মো: ইকরামুল হাসান সহকারী পরিচালক, তথ্য অনুসন্ধান, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	কুমিল্লা অঞ্চল	০১৭৯৭১৮৫১২৩

পরিশিষ্ট-ঘ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ ফাল্গুন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৯-আইন/২০১১।-Representation of the People Order, ১৯৭২ (P.O. No. 155 of ১৯৭২) এর Article ৯৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন উক্ত Order এর Article ১২ এর clause (৩a) এর sub-clause (a) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। (১) এই বিধিমালা স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) "**Article**" অর্থ Order এর কোন Article:

(২) "**Order**" অর্থ Representation of the People Order, ১৯৭২ (P.O. No. ১৫৫ of ১৯৭২):

(৩) "**কমিশন**" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন:

(৪) "**তফসিল**" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(৫) "**নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল**" অর্থ Article ৯০A এর অধীন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল;

(৬) "**নির্বাচনি এলাকা**" অর্থ Article ২(iv) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোন নির্বাচনি এলাকা;

(৭) "**ফরম**" অর্থ এই বিধিমালার [১][****] কোন ফরম;

(৮) "**ভোটার**" অর্থ Article ২(x) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোন ভোটার;

(৯) "**ভোটার তালিকা**" অর্থ ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন প্রণীত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা;

(১০) "**রিটার্নিং অফিসার**" অর্থ Article ২(xxi) এর অধীন সংজ্ঞায়িত রিটার্নিং অফিসার;

(১১) "**স্বতন্ত্র প্রার্থী**" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী নহেন।

৩। **স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ভোটারের সমর্থন সংগ্রহ, ইত্যাদি**। (১) স্বতন্ত্র প্রার্থী যে নির্বাচনি এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক, কেবল সেই এলাকার ভোটারগণের সমর্থন ফরম-ক তে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতার অনুকূলে সংগ্রহ করিতে হইবে।

১ এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) স্বতন্ত্র প্রার্থী বা তদকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক [২][****] ফরম-ক তে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের তথ্য লিপিবদ্ধপূর্বক ভোটারগণের স্বাক্ষর কিংবা টিপসহি সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪। প্রার্থীতার সমর্থনসূচক তালিকা যাচাই পদ্ধতি।- (১) স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক বিধি ৩ এর অধীন সংগৃহীত এক শতাংশ ভোটারের তথ্যসহ স্বাক্ষর বা টিপসহি এর সমর্থনসূচক তালিকা Article ১২ এর clause (৩a) এর sub-clause (a) এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার উক্ত দাখিলকৃত এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন যাচাই করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তালিকায় এক শতাংশ হইতে কম সংখ্যক সমর্থন এর ক্ষেত্রে উহা যাচাই এর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন না এবং রিটার্নিং অফিসার এইরূপ মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারগণ স্বতন্ত্র প্রার্থীর মোট সংখ্যা ফ্যাক্স, ই-মেইল কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে কমিশনের মনোনীত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা অবগত হইবার পর মনোনীত কর্মকর্তা দৈবচয়নের ভিত্তিতে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ যে সমস্ত নির্বাচনি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন, উহাদের প্রতিটির জন্য ১০টি সংখ্যা চিহ্নিত করিবেন, যাহা ক্রমিক ১ হইতে ১ শতাংশের মধ্যবর্তী যে কোন ১০টি সংখ্যা হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন সমর্থনসূচক তালিকায় এক শতাংশের অধিক ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত হইলে, যে ক্রমিক হইতে এই অধিক সংখ্যার শুরু উহা হইতে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত ক্রমিকসমূহ উপ-বিধি (৪) এর অধীন দৈবচয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৬) কমিশনের মনোনীত কর্মকর্তা উপ-বিধি (৪) এর অধীন চিহ্নিত ১০টি সংখ্যা ফ্যাক্স, ই-মেইল বা অন্য কোন মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত সংখ্যার বিপরীতে উল্লিখিত তথ্যাদির সত্যাসত্য সরেজমিনে যাচাই এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিনে তদন্তপূর্বক [৩][****] ফরম-খ তে প্রত্যেক ভোটারের বিপরীতে একটি লিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন যাহাতে তদন্তের ফলাফলের উপর ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন ভোটারের প্রত্যয়ন অথবা যাচাইকৃত ভোটারের স্বাক্ষর কিংবা টিপসহি থাকিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট এলাকার অপর একজন ভোটার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরকৃত বা টিপসহি থাকিবে।

৫। যাচাইকৃত তালিকায় তথ্যের গরমিল থাকিলে মনোনয়ন বাতিল।- বিধি ৪ এর অধীন স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রার্থীতার সমর্থনসূচক তালিকা যাচাই এর পর উক্ত তালিকার কোন একটি ক্রমিকে প্রদত্ত তথ্যের গরমিল থাকিলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী যথাযথ তথ্য প্রদান করেন নাই বলিয়া গণ্য হইবে এবং [৪][রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ মনোনয়ন বাতিলের বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করিবেন]।

---

২ এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

৪ এস আর ও নং- ৩২১/আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১.১০.২০১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

পরিশিষ্ট-ঙ

তফসিল-১
(বিধি ২৯ দ্রষ্টব্য)

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার দল এবং দল কর্তৃক মনোনীত সকল প্রার্থী "সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫''এর সকল বিধান মানিয়া চলিব। যদি আমার দল বা দল কর্তৃক মনোনীত কোনো প্রার্থী এই আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

আমি, আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার দলের মনোনীত প্রার্থী নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত নহেন।

রাজনৈতিক দলের নাম ও নিবন্ধন নম্বর: -----------
প্রতীক: ----------
সভাপতি বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদধারী / সাধারণ সম্পাদক বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদধারীর স্বাক্ষর: ----------

পরিশিষ্ট-চ

তফসিল-২
(বিধি ৩০ দ্রষ্টব্য)

আমি, ..., এই নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, "সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫" এর প্রতিটি বিধান মানিয়া চলিব। যদি আমার বা আমার নির্বাচনি এজেন্ট বা আমার কোনো সহযোগী বা আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি এই আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

আমি, আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি কোনো নিষিদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত নহি।

প্রার্থীর নাম: -----------
স্বাক্ষর: ----------
প্রতীক: ----------
আসন: ---------
প্রার্থীর এনআইডি নম্বর: ---------

<u>২ জন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি নম্বর:</u>

১। ১ম সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি নম্বর: ....
২। ২য় সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও এনআইডি নম্বর: ....